সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৫ই জুন, ২০২০

করোনার পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় পরিবেশ রক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ব্র্যাক জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি আয়োজিত আজকের ওয়েবিনারে তরুণ ও বিশিষ্ট বক্তারা বলেন, করোনাকালে পরিবেশের যে সুন্দর রূপ দেখা গেছে তা আগামী দিনে ধরে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

"পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তারুণ্য" শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রথমেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থার তরুণ কর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর গবেষণা সহযোগী রুখসার সুলতানা বলেন, জলবায়ু পরিবির্তনের সাথে জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় ঘাটতি আছে। এখন এদিকে নজর দেয়ার সময় এসেছে।

ইউনিভার্সিটি ওব কোপেনহেগেনে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অধ্যয়নরত আনিমা আশরাফ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তরুণদের অংশগ্রহণ এখনও কম। আগামী দিনে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারহান সাকিব বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ঘাটতি আছে। এ ক্ষেত্রে সবাই সমন্বিতভাবে কাজ করাটা জরুরী।

গার্বেজম্যান এর প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম উদ্দিন শুভ বলেন, এই মহামারি নিয়ন্ত্রণে একটা বড় ভূমিকা রাখছে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। এছাড়া আগামী দিনে নতুন জীবন ব্যবস্থা কেমন হবে তাও ঠিক করা দরকার।

এরপর বিশিষ্টজনদের মধ্যে প্রথমে বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক ড. সালীমুল হক। তিনি বলেন, আমরা এমনিতেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করছি। তার ওপর চেপে বসেছে করোনা মহামারি। এমন বিপদের সময় উপকূলে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এই সমস্ত কিছু পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত ও সুন্দর দেখতে চাই তাহলে, অবশ্যই পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি, ব্র্যাক ও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ব্র্যাক এর পরিচালক ড. মো. লিয়াকত আলী মনে করেন, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার থামাতে না পারলে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। ভবিষ্যতে উন্নয়ন কর্মসূচি সুচিন্তিতভাবে নিতে হবে, যাতে পরিবেশ রক্ষা করা যায়। অন্যদিকে আমাদের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আগে থেকেই নাজুক। এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে কোভিড-১৯ বর্জ্য। এ ব্যপারে খুবই যত্নশীল হতে হবে। না হলে সংক্রমণের ব্যপ্তি আরও বাড়বে। করোনাভাইরাস সম্পর্কিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। যেখানে তরুণদেরও কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।

BRAC
BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212
Bangladesh

T: +88 02 9881265
F: +88 02 8823542
E: info@brac.net
W: www.brac.net

Registered in
Bangladesh under
The Societies
Registration Act of 1860

সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ইশতিয়াক উদ্দিন আহমেদ বলেন, কোভিড-১৯ আমাদের পরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এটা কাজে লাগাতে হবে। বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করার করাণে বন্যপ্রাণী মানুষের সংস্পর্শে আসছে এবং রোগ-জীবানু মানুষে সংক্রমতি হচ্ছে। তাই আগামী কোন মহামারি থেকে বাঁচতে বন্যপ্রাণী পাচার ও তাদের আবাসস্থল ধ্বংস বন্ধ করতে হবে এখনই। সুন্দরবন সবসময় আমাদের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচায়। তারপরও দেখি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই বন বিপন্ন হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের উন্নয়ন দরকার তবে প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়ে নয়। তরুণদের নিয়ে প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলন আরো জোরদার করতে হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. জিয়াউল হক জানান, করোনাকালে আমরা দেখছি ঢাকার বাতাসে ধূলাবালির পরিমাণ মার্চের তুলনায় এপ্রিল-মে মাসে ৩৫ শতাংশ কম। ঢাকার চারপাশের নদীতে দ্রবিভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়েছে অনেক। আমাদের এটা ধরে রাখতে হবে। তার জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। করোনার পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় অবশ্যই পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। না হলে উন্নয়ন টেকসই হবে না।

উপ বন সংরক্ষক আবু নাসের মোহসিন হোসেন বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকার তরুণ সমাজকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে যারা অবদান রাখছেন তাদের পুরষ্কৃত করা হচ্ছে। তরুণ গবেষক ও কর্মীদের যেকোন প্রযোজনে বন বিভাগ তাদের সাথে থাকবে।

প্রয়োজনে : মো. আবু বকর সিদ্দিক, সিনিয়র ম্যানেজার, ব্র্যাক ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম, ফোন : ০১৭০৪১৬৬২৯২

ধন্যবাদসহ
রাফে সাদনান আদেল
হেড অফ মিডিয়া অ্যান্ড এক্সটার্নাল রিলেশন্স, ব্র্যাক

BRAC
BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212
Bangladesh

T: +88 02 9881265
F: +88 02 8823542
E: info@brac.net
W: www.brac.net

Registered in
Bangladesh under
The Societies
Registration Act of 1860